বহিতেছে বাহিতেছে মোহিতেছে মালা।
উপনীত হ'ল আসি খাল তালতলা।।
মৃত্যুঞ্জয় গিয়াছেন উড়িয়ানগরী।
আশাপথ চেয়ে তার নারী কাশীশ্বরী।।
নিবাসী নিশ্চিন্তপুর তপস্বী সদ্‌জ্ঞানী।
দেবী কাশীশ্বরী তার প্রাণের নন্দিনী।।
মৃত্যুঞ্জয় গিয়াছেন যেই পথ দিয়া।
ঠাকুরাণী সেই পথে আছেন বসিয়া।।
প্রাণকান্ত গিয়াছেন প্রাণকান্ত স্থানে।
ভাবে কান্তা হেরি কান্ত আসে কতক্ষণে।।
ক্ষণেক বসিয়া থাকে উত্তরাভিমুখে।
ক্ষণে গৃহকার্য্য করে পুনঃ গিয়া দেখে।।
গৃহকার্য্য করি যায় গৃহের বাহিরে।
পুনঃ গৃহ পিছে এসে আশাপথ হেরে।।
আবার আসিয়া গৃহকার্য্য করে ক্ষণে।
ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্ট করে জানকীর পানে।।
নিভৃতে বসিল গিয়া গৃহের পশ্চাতে।
আসে কিনা আসে নাথ দেখে আরোপেতে।।
নয়ন মুদিয়া প্রায় অর্দ্ধদণ্ড ছিল।
আরোপে দেখিল প্রভু তালতলা এল।।
হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল ঠাকুরাণী।
সত্বরে আসিল যথা যোগে ননদিনী।।
কহে ডাকি সে জানকী ননদীর ঠাঁই।
'ঠাকুর এসেছে তোর আর চিন্তা নাই।।
কতক্ষণ এইরূপে আরোপে থাকিবা।
অনুমান ছাড়ি কর বর্ত্তমান সেবা।।'
কৃষ্ণকলি হার শোভে ঠাকুরের গলে।
সুখে হাসে সৌদামিনী জলদের কোলে।।
বার বার ডাকিতেছে 'উঠ ঠাকুর ঝি।
ঠাকুর ঠাকুর ল'য়ে অই এল বুঝি।।'
মৃত্যুঞ্জয় মাতা সে সুভদ্রা ঠাকুরাণী।
করিছেন মালা জপ বসি একাকিনী।
কহিছে বধূর কাছে 'তোরা কি কহিস্।
ঠাকুর এসেছে কথা, কোথা কি শুনিস্।।
বধূ কহে 'ঠাকুরাণী কি কহিব আর।
ঠাকুর ঝি গেঁথেছে ফুল মালা মনোহর।।
সেই মালা গলে কিবা সেজেছে ঠাকুরে।
অই আসিতেছে নৌকা আর নাহি দূরে।।
হেন মতে হইতেছে কথোপকথন।
মল্লকান্দী ঘাটে নৌকা আসিল তখন।।
ভকত বৎসল হরি দ্বৈতহরি রূপে।
ইচ্ছিলেন আসিবেন জানকী সমীপে।।
অসম্ভব ক্রিয়া যত তাহাতে সম্ভব।
প্রহ্লাদে রাখিতে হ'ন স্তম্ভেতে উদ্ভব।।
এক কৃষ্ণ যথা নন্দ গৃহে বন্ধ রয়।
আর কৃষ্ণ কর্ণ মুনি-অন্ন মেরে দেয়।।
একমূর্ত্তি মৃত্যুঞ্জয় নৌকা 'পরে থাকি।
এক মূর্ত্তি দেখে সুখে সুভদ্রা জানকী।।
ঠাকুরের কথা শুনি সুভদ্রা জননী।
বধূকে কহিল 'বধূ কহিলি কি বাণী।।
জানকী দিয়াছে মালা ঠাকুরের গলে।
দেখিলি সে মালা তুই তোর ভক্তি বলে।।
তোরা দোহে মালা দিয়া কৈলি দেখাদেখি।
আমি অভাগিনী শুধু মালা ল'য়ে থাকি।।'
হেনরূপ হইতেছে কথোপকথন।
উপস্থিত হরিচাঁদ হইল তখন।।
জানকী আসিয়া প্রভু পদে প্রণমিল।
কাশীমাতা গৃহে গিয়া আসন পাতিল।।
গললগ্নী কৃতবাস হইয়া তখনে।
প্রভুকে বলেন 'বাপ! এস হে আসনে।।
শুনিয়া ঠাকুর গিয়া আসনে বসিল।
সুভদ্রা আসিয়া পদে প্রণাম করিল।।'
করজোড়ে কহিলেন ঠাকুরের ঠাঁই।
'কি দিয়া জানকী তোমা সাজাল গোঁসাই।।